

## কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে উমরাহ করার নিয়ম

ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া

১। ইহারামের কাপড় পড়ার পরে উমরার নিয়তঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً “আল্লাহুমা লাববাইকা উমরতাহ” অর্থাৎঃ হে আল্লাহ আমি উমরাহ আদায়ের জন্য তোমার দরবারে উপস্থিত হলাম।

২। নিয়ত করার পর হতে তালবিয়া পাঠ শুরু করবেন তারপর যখন কা’বার কাছে পৌঁছবেন তখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবেন।

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (লাববাইকা আল্লাহুমা লাববাইক, লাববাইকা লা. শারীকা লাকা লাববাইক, ইন্নাল  
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ হামদা ওয়াননি’মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা. শারীকা লাক।)  
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

অর্থাৎ “উমরাহের জন্য আমি তোমার দরবারে হাজির। হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার দরবারে হাজির, আমি তোমার দ্বারে উপস্থিত, তোমার কোন অংশীদার নেই, তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সর্বপ্রকার প্রশংসা ও নেয়ামতের সামগ্রী সবই তোমার, তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন অংশীদার নেই।”

৩। মসজিদে হারামে ঢুকার সময়ে দো‘আ পড়বেন, তা হলোঃ-

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ،

(বিসমিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ, আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজহিল কারীম ওয়া সুলতানিলহিল কাদীম মিনাশ শায়তানির রাজীম। আল্লাহুম্মাফতাহ্ লি আবওয়াবা রাহমাতিক।)

অর্থাৎঃ “আল্লাহর নামে, আর তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দুরুদ পাঠ করছি, আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর কাছে তার সম্মানিত চেহারার, এবং তাঁর অনাদি ক্ষমতার ওসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আল্লাহ তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দাও”।

৪। তাওয়াফঃ

হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময়ে বলবেনঃ بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহে ওয়াল্লাহ আকবার)

সম্ভব হলে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন, এবং চুমু খাবেন, ভীড় করে মানুষকে কষ্ট দিবেন না।

যদি হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়া কষ্টকর হয় তা হলে হাত অথবা লাঠি দিয়ে স্পর্শ করার পর যে বস্তু দিয়ে স্পর্শ করেছেন তাতে চুমু খাবেন।

আর যদি স্পর্শ করাও কষ্টকর হয় তবে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করবেন এবং বলবেনঃ بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহ আকবার) তবে যা দ্বারা ইজিত করেছেন তাতে চুমু খাবেন না।

তাওয়াফ কালীন সময়ে সুনির্দিষ্ট কোন দো‘আ বা জিকির নেই, প্রত্যেক চক্রেই ইচ্ছামত শরীয়তসম্মত যিকর ও দো‘আ পাঠ করা মুস্তাহাব।

তাওয়াফ শূদ্ধ হবার জন্য শর্ত হলোঃ ছোট বড় সর্ব প্রকার নাপাকী হতে পবিত্র অবস্থায় থাকা, কেননা তাওয়াফ নামাজের মত, শুধুমাত্র তাওয়াফের সময় কথা বলার অনুমতি আছে।

তাওয়াফের মধ্যে পুরুষদের জন্য সুন্নাহ হলো এদতেবা‘ করা অর্থাৎ ডান কাঁধ খালি রেখে বোগলের নীচে দিয়ে দু’পার্শ্বকে বাম কঁধের উপর রাখা। তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে রমল করাও পুরুষদের জন্য সুন্নাহ। রমল হলো ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটা।

৫। যখন রুকনে ইয়ামানীর কাছে আসবেন তখন যদি সম্ভব হয় তা ডান হাতে স্পর্শ করবেন। কিন্তু রুকনে ইয়ামানীকে চুমু খাবেন না। যদি রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তবে ছেড়ে সামনে চলে যাবেন এবং তাওয়াফ করতে থাকবেন, কোন প্রকার ইশারা বা তাকবীর দিবেন না। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে তা বর্ণিত হয়নি।

৬। তাওয়াফের প্রত্যেক চক্রেই রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তীস্থানে নিম্নলিখিত দো‘আ পড়া সুন্নাহ:

رَبِّكَ أَتَى فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَبْلَهُ عَذَابُ النَّارِ

(রব্বানা আ....তিনা. ফিদদুনয়া. হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরতি হাসানাতাও ওয়া ফিনা. ‘আযাবান-নার।)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর দোযখের অগ্নি থেকে আমাদের বাঁচান। [সূরা আল-বাক্বারাহ: ২০১]

## ৭। তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজঃ

তাওয়াফ শেষ করার পর **গায়ের চাদর দুই কঁধে এবং বুকে দিয়ে নিবেন।** (উচ্চারণঃ ওয়াত্তাখিযু মিস্মাকা-মি ইবরা-হীমা মুসাল্লা) তারপর সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীম সামনে রেখে কিছুটা দূরে হলেও দু’ রাকাত নামাজ পড়বেন। প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** (সুরা কাফেরুন) এবং দ্বিতীয় রাকাতে **أَحَدٌ** (সুরা ইখলাস) পড়া উত্তম। এ দু’রাকাত নামাজের পর যদি হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়া সম্ভব হয় তবে তা করবেন।

## ৮। জমজম পানি পানের দোয়াঃ

**জম-জমের পানি পান করার সময় যে কোন দোয়া করলে আল্লাহ তা কবুল করেন।** গুরুত্বপূর্ণ ১টি দোয়া হলো- উচ্চারণঃ ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিআ’; ওয়া রিয়কান ওয়াসিআ; ওয়া আমালান সালিহা; ওয়া শিফাআম মিং কুল্লি দা-য়িন’। অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপকারী জ্ঞান দান করুন; আমাদের রিয়কে বরকত দিয়ে দিন; আমাদের নেক কাজ করার তাওফিক দান করুন; সকল অসুস্থতাতে শেফা বা সুস্থতা দান করুন’।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘এ পানি শুধু পানীয় নয়’ বরং খাদ্যের অংশ, যাতে রয়েছে অসামান্য পুষ্টি এবং রোগের শিফা।

জম-জম পানি পান করার পর হাজরে আসওয়াদের কাছে যাবেন, সম্ভব হলে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন এবং চুমু খাবেন।

## ৯। সাফা ও মারওয়া সাঈঃ সাফা পাহাড়ের কাছে যাবেন এবং এ বাগী পাঠ করুন:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

উচ্চারণঃ ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিং শাআয়িরিল্লাহি (সুরা বাকারা : আয়াত ১৫৮)

অর্থাৎ “নিশ্চয় ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। অতএব, যে ব্যক্তি এ গৃহের হজ বা উমরা করবে তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দৃশ্যীয় নয়। আর কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সংকর্ম করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী সর্বজ্ঞাত।”

এরপর কা’বা শরীফকে সামনে রেখে দু’ হাত উর্ধ্বে তুলে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করে তিনবার তাকবীর পড়ুন (আল্লাহ আকবার বলুন)। তিনবার করে দো‘আ করা হচ্ছে সুন্নাত। অতঃপর তিনবার নিম্নোক্ত দো‘আ পড়ুন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অথবা

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ  
وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকা  
লাহু লাহলুল মুলকু ওয়া লাহল ‘হামদু ওয়া হুওয়া ‘আলা-  
কুল্লি শাই ইন ক্বাদীর।

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহল মুলকু ওয়া লাহল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু, আনজাযা ওয়াহদাহু, ওয়া নাছারা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহজাবা ওয়াহদাহু।)

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে বিজয় দিয়েছেন এবং তিনি একাই শত্রুকে পরাজিত করেছেন।

**এছাড়াও এখানে যে কোন দোয়া করা যাবে।**

সাফা থেকে মারওয়া যাওয়া এক চক্রর, আবার মারওয়া থেকে সাফা পাহাড়ে আসা আরেক চক্রর, এভাবে ৭ চক্রর দিতে হবে।

অতঃপর সাফা হতে নেমে মারওয়ার দিকে যাবেন। সায়ীকালীন সময়ে **পুরুষগণ দু’সবুজ আলোর মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলবেন** এবং এর আগে ও পরে স্বাভাবিকভাবে চলবেন।

**এরপর যখন মারওয়ার কাছে যাবেন,** তখন তার উপর আরোহণ করবেন অথবা নিচে দাঁড়াবেন এবং আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করবেন এবং সাফায় এর মতো **তিনবার তাকবীর ও তিনবার দো‘আ পড়ুন** তবে এখানে সুরা বাকারার-১৫৮ নং আয়াতটুকু পাঠ করবেন না।

## ১০। হলক করাঃ সাঈ পূর্ণ করে মাথার চুল হলক করে ওমরাহ শেষে করবেন।